দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

১৫৭

অস্ত্রধারী গ্রেফতার হলে বিবৃতি নয় : পরিবেশ পরিষদ

মিলন হত্যার আসামী ধরতে ঢাকা ভার্সিটির ২ হলে তল্লাশী

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। রেকর্ড সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেও ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের তৎপরতা বন্ধ করা যায়নি। গতকাল বিকালে টিএসসিতে পুলিশ ও বিডিআরের উপস্থিতিতে ডাঃ মিলন হত্যা মামলার আসামীরা একটি ছাত্র সংগঠনের মিছিলে নেতৃত্ব দেয়। উল্লেখ্য, পুলিশ এদের প্রত্যেককে ধরিয়ে দেয়ার জন্য বিশ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিকালে ছাত্রলীগের (শা-অ) একটি মিছিলে ডাঃ মিলন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত তিনজনকে অংশ নিতে দেখা যায়। মিছিলটি টিএসসি দুবার প্রদক্ষিণ করে এবং পরে জগন্নাথ হলের দিকে চলে যায়। এ সময় টিএসসির মোড়ে মোতায়েন ছিল পাঁচ লরী পুলিশ ও বিডিআর।

মিছিলটি টিএসসি থেকে চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশ ডাঃ মিলন হত্যা মামলার আসামীদের ধরার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। দশ প্লাটুন পুলিশ ডিসি ডিবি জনাব আবদুল কাইয়ুম এবং ডিসি সাউথ আহমেদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে বিভিন্ন হলে এবং ক্যাম্পাসের অন্যান্য জায়গায় আসামীদের ধরার জন্য হানা দেয়।

সন্ধার পর থেকেই টিএসসি, জগন্নাথ হল, সায়েন্স এ্যানেক্স ভবন এই পুরো এলাকা পুলিশ কর্ডন করে রাখে। আসামীরা জগন্নাথ হলের গেস্ট রুমে রয়েছে এই সংবাদ পেয়ে পুলিশ সেখানে তল্লাশী চালায়। কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি। এর আগে সায়েন্স এ্যানেক্স ভবন ও আণবিক শক্তি কমিশনের ভেতরেও তল্লাশী চালানো হয়। সবশেষে পুলিশ সূর্যসেন হলে হানা দেয়। কিন্তু সেখানেও আসামীদের পাওয়া যায়নি। সূর্যসেন হলে তল্লাশী শেষে ফিরে আসার সময় ছাত্ররা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়ে। তিনজন আসামীকে ধরার জন্য দশ প্লাটুন পুলিশের এই অভিযান রাত নয়টায় কোন সাফল্য ছাড়াই শেষ হয়।

অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

মিলন হত্যার আসামী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অস্ত্রধারীদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। রবিবার রাতেও ক্যাম্পাসে বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা গেছে।

আবাসিক ছাত্ররা অভিযোগ করেছে যে, প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটরদের কর্তব্যে অবহেলাই হলগুলোতে অস্ত্রধারীদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটরদের রাতে নিয়মিত রুম পরিদর্শন করার কথা। কিন্তু সে দায়িত্ব তারা বছরে একবারও পালন করেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

এবার হল খোলার পর নিয়ম করা হয়েছিল, হল গেটে একজন হাউজ টিউটর সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং হলে প্রবেশের সময় ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করবেন। নিয়মটি এখন আর পালিত হচ্ছে না। হাউজ টিউটররা এই দায়িত্ব পালন করতে চাচ্ছেন না। এই দায়িত্বকে "দারোয়ানের কাজ" বলে অভিহিত করে শহীদুল্লাহ হলের একজন হাউজ টিউটর সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন। সলিমুল্লাহ হলের হাউজ টিউটর বেলায়েত হোসেন গতকাল দৈনিক বাংলাকে বলেন, হলে কে ঢুকলো বা বের হলো তা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমরা দারোয়ান নই। আমাদের অন্য কাজ আছে।

পরিবেশ পরিষদের উদ্বেগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ ক্যাম্পাসের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গতকাল ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিবেশ পরিষদের সভায় বলা হয়, পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করা না গেলে তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে। সভায় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এসব প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তে বলা হয়, ক্যাম্পাস থেকে অস্ত্রধারী ও মামলার আসামীদের গ্রেফতার করা হলে কোন দল বা সংগঠন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পক্ষে কোন সমর্থন জানাবে না। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাদের অনুসারীদের অস্ত্র বর্জনের পরামর্শ দেবেন। ক্যাম্পাসে সভা ও মিছিল করার আগে তা প্রক্টরকে জানাতে হবে। প্রয়োজনবোধে হলে হলে পরিবেশ পরিষদ গঠন করা হবে।

সভায় এক প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করা হয় যে, ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের তৎপরতা বন্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

সভায় আগামীকাল বুধবার ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে একটি শান্তি মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।